বুকলেট ১ :

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া

Inclusive
Learning-Friendly
Environments

UNESCO
DHAKA OFFICE

বুকলেট- ১

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া

ইউনেস্কো-ঢাকা

টুল গাইড

বুকলেট-১-এ একটি **একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ** (Inclusive, Learning-Friendly Environment-ILFE) কি এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বাবা মা ও সমাজ তা থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে এই বইটি আপনার স্কুলকে কিভাবে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন করা যায় তা চিহ্নিত করতে দিক নির্দেশনা দেবে। এছাড়াও এ ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীতে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানসহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি মনিটর বা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে আপনাকে সহায়তা করবে।

টুলস

১.১ একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ কি এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি?..... ৩

'একীভূত' এবং 'শিখন-বান্ধব' বলতে আমরা কি বুঝি? ৩

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ কি কি?..... ৮

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা কি কি ?..... ১২

১.২ আমাদের বর্তমান অবস্থান কোথায়?..... ১৯

আমাদের স্কুলের পরিবেশ কি একীভূত শিখন বান্ধব ?..... ১৯

কিভাবে আমাদের স্কুলকে একীভূত শিখন বান্ধবে পরিণত করা যায়?.....২৫

কিভাবে পরিবর্তন আনা ও তা বজায় রাখা যায়?..... ২৮

১.৩ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর ধাপ ৩১

কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনা করা যায়?..... ৩১

কিভাবে এর অগ্রগতি মনিটর করা সম্ভব?..... ৩৬

১.৪ আমরা কি শিখেছি?..... ৩৯

টুল ১.১

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ ' কি ?

কেন এর প্রয়োজনীয়তা?

একীভূতকরণ প্রকৃতপক্ষে কিছু বাস্তবসম্মত পরিবর্তন যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন সকল ধরনের শিশু আমাদের শ্রেণী কক্ষে তথা স্কুল সমূহে সাফল্যের সংগে লেখাপড়া করতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে, শুধুমাত্র বিশেষ শিক্ষা চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীই নয় স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক, কমিউনিটি বা স্কুলের প্রশাসক সবাই উপকৃত হয়ে থাকেন।

'একীভূত' এবং 'শিখন-বান্ধব' বলতে আমরা কি বুঝি?

একীভূত কি?

একীভূত বলতে বোঝায় একটি 'সাধারণ' শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একত্রে পড়ালেখা করা। কিন্তু এই টুলকিটে 'একীভূত' বলতে **আরো ব্যাপক** কিছু বোঝাচ্ছে।

একীভূত বলতে যে সব শিশুর দৃষ্টি বা শ্রুতিজনিত সমস্যা রয়েছে, বা যারা হাঁটতে পারেন না বা ধীর গতিতে শেখে, একীভূত বলতে সেসব শিশুর অর্ন্তভুক্তি বোঝায়। এমন কি **'একীভূত'** বলতে যেসব শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি তাদেরও **সবার** অর্ন্তভুক্তি বোঝায়। এসব শিশুরা সাধারণত স্কুলের উপযোগী ভাষায় কথা বলতে পারেনা। যেহেতু এরা রোগ এবং অপুষ্টিতে ভোগে এবং লেখাপড়ায় ভাল করতে পারে না, সেহেতু সবসময় এদের ঝরে পড়ার আশংকা থাকে। এদের মধ্যে গর্ভবতী মেয়ে থাকতে পারে, কেউ হতে পারে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত, অথবা কর্মজীবী শিশু যাদের এ সময় স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণের কঠিন দায়িত্ব এখন যাদের কাঁধে; যারা বাড়ীতে, মাঠে বা অন্য কোথাও কাজ করে।

অর্ন্তভুক্তি বলতে বোঝায়, শিক্ষক হিসেবে এসব শিশুদের খুঁজে বের করে **তাদের সবাইকে** লেখাপড়া শেখাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের, সমাজের, পরিবারের শিক্ষার্থীদের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয়া।

উপরন্তু, কিছু কিছু সমাজে, সব শিশুই **স্কুলে ভর্তি হয়** কিন্তু তাদের কেউ কেউ পুরোপুরি শ্রেণীকক্ষের **বিভিন্ন শিখন তৎপরতায় সমানভাবে অংশ নিতে পারে না**। এরা হল সেইসব শিশু -

- যাদের মাতৃভাষায়/বা প্রথম ভাষায় পাঠ্যপুস্তক বা পঠনাংশ নেই।
- যাদেরকে কখনই শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে বলা হয় না।
- যারা কখনো অংশ নিতে চায় না।
- যারা ব্ল্যাকবোর্ড বা পাঠ্যপুস্তক ভালভাবে দেখতে পায়না বা শিক্ষকের কথা শুনতে পায় না বা
- যারা ভালভাবে শিখতে পারে না অথচ এ জন্য যাদের কখনো সাহায্য করা হয় না।

এসব শিশুরা সাধারণত শ্রেণীকক্ষের পেছনের বেঞ্চে বসে এবং একসময় তারা সবার অগোচরে ঝরে পড়ে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি শিখন পরিবেশ তৈরী করা যেখানে সব শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে পারবে, সব শিক্ষার্থী শিখতে চাইবে এবং সব শিক্ষার্থীই অনুভব করবে যে তারা এই স্কুল বা শ্রেণীকক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

শিখন বান্ধব কি?

অনেক স্কুলই 'শিশু বান্ধব' হওয়ার জন্য কাজ করে আসছে। অর্থাৎ এটি এমন একটি পরিবেশ যেখানে শিশুরা একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে শিখতে পারে। 'বন্ধুসুলভ' হওয়ার লক্ষ্য হচ্ছে পরীক্ষা বা বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়ার চেয়ে স্কুলে শিশুর অংশগ্রহণ ও শিখনের উন্নতি করা। 'শিশু বান্ধব' হওয়াটা তাই বেশ জরুরী, তবে এটিই শেষ কথা নয়।

শিশুরা স্কুলে আসে শিখতে, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমরাও সবসময় শিখি। আমরা আমাদের শিক্ষাথীদের শেখাতে জগত সম্পর্কে নতুন নতুন জিনিস শিখি। আমরা শিখি কিভাবে তাদের আরো কার্যকরভাবে ও আনন্দঘন উপায়ে শেখানো যায়, যাতে সব শিক্ষার্থী সুন্দরভাবে পড়তে পারে ও অংক কষতে পারে। একইভাবে আমরাও আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন নতুন জিনিস শিখি। এই টুলকিট সেই নির্দেশনার একটি পদক্ষেপ।

একটি 'শিখন বান্ধব' পরিবেশ হচ্ছে 'শিশু বান্ধব' **এবং** শিক্ষক-বান্ধবও বটে। এটি একটি শিখন সমাজ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর একত্রে শেখার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি শিশুকে শিখনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে এবং শিখনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। বলাবাহুল্য, এধরনের পরিবেশ শিক্ষক হিসেবে যাতে আমরা শিশুদের মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হই সে চাহিদা ও আগ্রহকে মেটায়।

কর্ম তৎপরতা: একীভূত, শিখন বান্ধব শ্রেণী কক্ষ অনুধাবন করা

নিচের শ্রেণী কক্ষের কোনটিকে আপনি একীভূত এবং শিখনবান্ধব বলে মনে করবেন ?

শ্রেণীকক্ষ 'ক'

হাতে পেনসিল ও সামনে অনুশীলন খাতা নিয়ে ডেস্কের পেছনে কাঠের বেঞ্চে চল্লিশটি ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। শিক্ষক ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য বই হতে একটি গল্প হুবহু যেভাবে বইয়ে আছে বোর্ডে সেভাবে লিখছেন। শ্রেণীকক্ষের ডানদিকে ছেলেরা বসে রয়েছে, তারা শিক্ষক যা লিখছেন তা তাদের খাতায় তুলছে। ওদিকে মেয়েরা যারা শ্রেণী কক্ষের বামদিকে বসেছে তারা অপেক্ষা করছে কখন শিক্ষক সরে দাঁড়াবেন, তারপর তারা লিখবে। শিক্ষক লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করেন, আমি যা লিখছি তোমরা তা খাতায় তুলছ তো। সবাই উত্তর দেয় 'জি' স্যার।

শ্রেণীকক্ষ 'খ'

বৃত্তাকারে দুই দল শিশু শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে দু'জায়গায় বসে রয়েছে। দুটো দলেই ছেলে ও মেয়ে উভয়েই আছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক ছেলেমেয়েদের আকার বা আয়তন বোঝাচ্ছেন। একটি দলে ছেলেমেয়েরা বৃত্ত নিয়ে কথা বলছে। শিক্ষক তাদের সবাইকে গোলাকার কিছু জিনিস দেখান যা শিশুরা তাদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে। তারা গোলাকার জিনিসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে এবং সবাই মিলে অন্যান্য গোলাকার বস্তুর একটি তালিকা তৈরী করে। অপর দলে কিছু শিক্ষার্থী খবরের কাগজ গোল করে মুড়ে একটি লম্বা কাগজের লাঠির মত তৈরী করে। শিক্ষক একটি নম্বর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরের একজন শিক্ষার্থী তার হাতের কাগজের লাঠিটা মেঝের ঠিক মাঝখানে রাখে। যাতে পর্যায়ক্রমে কাগজের লাঠি দিয়ে একটি চর্তুভূজ তৈরী করা যায়।

শ্রবণ সমস্যাযুক্ত একটি শিশু তার লাঠির সাথে জুড়ে দিয়ে একটি ত্রিভুজ তৈরী করে তারপর শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে হাসে। শিক্ষকও তার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং বলে খুব সুন্দর হয়েছে। কথাটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যাতে শিশুটি তার ঠোঁটের নড়াচড়া পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। একজন অভিভাবক যিনি এই শ্রেণীকক্ষের একজন সহায়তাকারী হিসেবে সপ্তাহখানেক ধরে কাজ করছেন তিনি শিশুটির পিঠ চাপড়ে দিলেন তারপর অন্য আর একজন শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার কাজে লেগে গেলেন। সে বুঝতে পারছিল না তার কাগজের লাঠি কোথায় রাখলে অন্য একটি আকার তৈরী করতে পারবে।

এখন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

- এ উভয় শ্রেণীকক্ষের কোনটিকে আপনি একীভূত বা শিখন বান্ধব হিসেবে মনে করেন ?
- কোন্ কোন্ কারণে এটি একীভূত বা শিখন- বান্ধব? আপনার ধারণা নিচে সন্নিবেশিত করুন-

১.----------

২.----------

৩.----------

৪.----------

৫.----------

আপনার তালিকাটি আপনার আরেকজন সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এর মধ্যে কোনগুলো একই রকমের উত্তর ? কোনগুলো আলাদা ? আপনাদের উত্তর নানা ধরনের হতে পারে।

আপনার উত্তর হতে পারে শিক্ষার্থীদের বসার ধরন নিয়ে। বা ব্যবহৃত শিক্ষাউপকরণ, শ্রেণীকক্ষে কারা কারা ছিলেন এবং কিভাবে একে অপরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া হচ্ছে।, এসব বিষয়ে। তবে দুটো শ্রেণীকক্ষেই দুধরনের শিখন পরিবেশ ছিল, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এটা কি ধরনের শিখন পরিবেশ । নিচের ছকে একটি সাধারণ শ্রেণীকক্ষ ও একটি একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো। আপনি হয়তো আরো অনেক কিছু চিন্তা করতে পারেন বিশেষ করে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি একীভূত শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তারা যাতে তাদের সাধ্যনুযায়ী শিখতে পারে সেজন্য আমাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে।

একটি 'একীভূত শিখন বান্ধব ' শ্রেণী কক্ষের বৈশিষ্ট্য-

	সাধারণ শ্রেণীকক্ষ	একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ
সম্পর্ক	দূরত্ব (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলেন)	বন্ধুসুলভ এবং উষ্ণ। শিক্ষক শ্রবণ সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থীর পাশে বসে হেসে হেসে কথা বলেন। অভিভাবক - সহায়ক এই শিক্ষার্থীকে সবসময় উৎসাহ দেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও সাহায্য করেন।
শ্রেণীকক্ষে কে থাকে?	শিক্ষক এবং প্রায় সম-ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা	শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও একজন অভিভাবক সাহায্যকারী।
বসার ব্যবস্থা	সবার জন্য একই ধরনের বসার ব্যবস্থা অর্থাৎ সব শিক্ষার্থী সারিবদ্ধ ভাবে বেঞ্চ বা ডেস্কে বসে; মেয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে, অপরদিকে ছেলে শিক্ষার্থীরা।	শারিরীক সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আলাদা বসার ব্যবস্থা; ছেলে ও মেয়েরা একত্রে বৃত্তাকারে বা ইউ-আকৃতিতে মেঝেতে অথবা বেঞ্চ বা ডেস্কে একসঙ্গে বসে।
শিক্ষা উপকরণ	পাঠ্য বই, অনুশীলন খাতা, শিক্ষকের জন্য চকবোর্ড	বিষয়ভিত্তিক উপকরণ যেমন- অংক শেখার জন্য পাথরের টুকরো, সীমের বীচি বা ভাষা শিক্ষা ক্লাসের জন্য পোস্টার/ পাপেট।
রির্সোস বা সম্পদ	শিক্ষক কোন বাড়তি উপকরন ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীদের শেখায় বা তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।	শিক্ষক ক্লাসের অন্তত: একদিন আগে পরিকল্পনা করেন কিভাবে ক্লাস নিবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপকরণ/এইড নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন। এসব শিখন উপকরণ/এইড এর জন্য কোন খরচ নেই বললেই চলে।
মূল্যায়ন	(প্রমিত) লিখিত পরীক্ষা	নির্ভরযোগ্য যাচাই, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে করা কাজের নমুনা যেমন- ড্রয়িং, অংক, লিখিত গল্প/ছড়ার পোর্টফোলিও (বুকলেট-৫ দেখুন)

অভিব্যক্তির প্রতিফলন : আমাদের অবস্থা কেমন ?

ওপরের ছকে তুলনামূলক চিত্রটি দেখে একটি একটি একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষের উপাদান কি হতে পারে তা মনে মনে চিন্তা করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন-

- আমি কোন ধরনের শ্রেণীকক্ষে কাজ করি ?
- আমার শ্রেণীকক্ষকে একীভূত ও শিখন-বান্ধবে পরিণত করতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ?
- আমি শিক্ষার্থীদের যা শেখাই তাকে কিভাবে আরো মজাদার ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি যাতে তারা শেখার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহী হয় ?
- যাতে সব শিক্ষার্থী একত্রে শিখতে পারে সেজন্য আমি শ্রেণীকক্ষটিকে কিভাবে সাজাতে পারি?
- একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য কারা সাহায্য করতে পারে (যেমন- প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ)

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ কি ?

আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদ যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকার স্বাক্ষর করেছে তাতে বলা হয়েছে, শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগীয়, ভাষাগত অবস্থা যাই হোক এবং হোক সে প্রতিবন্ধী বা gifted, পথশিশু বা কর্মজীবি শিশু, প্রত্যন্ত এলাকার বা যাযাবর শিশু অথবা আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, কিংবা এইচ আইভি/ এইডস আক্রান্ত শিশু অথবা সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক এলাকা বা জনগোষ্ঠীর শিশু **সব শিশুরই** শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।[১]

এই বিভিন্ন ধরন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত সব শিশুই নানা উপায়ে শিখতে পারে- শুধুমাত্র চকবোর্ডে লেখা বিষয়বস্তু স্লেটে বা অনুশীলন খাতায় তোলাই শিখন নয়। সত্যি বলতে কি, চকবোর্ড থেকে বিষয়বস্তু খাতায়/স্লেটে তোলার মাধ্যমে যে শিক্ষা তা সবচেয়ে কম কার্যকর শিখন পদ্ধতি। আমরা এ টুলকিটভুক্ত বুকলেট-৪ এ একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ সম্পর্ক জানতে পারব।

---

[1] UNESCO (1994) The Framework for Action on Special Needs Education, p. 6.

বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিশুদের শেখানো একটি চ্যালেঞ্জ। কাজেই আমাদের জানতে হবে যে **কিভাবে** এ ধরনের শিশুদের শেখানো যায়। আমরা জন্ম থেকেই শেখানোর বা শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করিনা, এমনকি শিক্ষক প্রশিক্ষণ থেকে শেখানোর সব কলাকৌশল আয়ত্ব করা সম্ভব হয় না। এজন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে, কর্মশালায় অংশ নিয়ে, বই পড়ে বা অন্য কোন রিসোর্স (যেমন টুলকিট) - এর মাধ্যমে আমাদের এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এবং আমরা যা শিখছি তা শ্রেণীকক্ষে অনুশীলন করা উচিত। এজন্য একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর টুলকিটসমূহ শুধুমাত্র শিশুর উন্নয়নের জন্যই নয়, শিক্ষক হিসেবে আমাদের পেশাগত উন্নয়নের জন্যও জরুরী।

একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে সব শিশুদের কিভাবে একত্রে কাজ করা বা খেলা করা উচিত সে বিষয়ে সবারই একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। আমরা প্রত্যেকে বিশ্বাস করি যে, **শিক্ষা হওয়া উচিত একীভূত, লিঙ্গবৈষম্যহীন, যেখানে মেয়েদেরও ছেলেদের মতই সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। শিক্ষা হবে সুষম, সব ধরনের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল এবং শিশু ও তাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত।** শিক্ষক, প্রশাসক ও শিক্ষার্থীরা এ ধরনের পরিবেশে একে অপরের ভাষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে এবং তা কাজে লাগায়।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ শিশুদের জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন সম্পর্কে শিক্ষা দেয় যাতে তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের পরিবেশে শিশু নির্যাতনের কোন অবকাশ নেই। নেই কোন বেত এবং শারিরীক শাস্তি।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে শিক্ষক, স্কুল প্রশাসক, শিক্ষার্থী পরিবার এবং সমাজের সকলকে শিশুদের শেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে উৎসাহিত করে যাতে তারা শ্রেণীকক্ষে এবং এর বাইরে অনেক কিছু শেখে। শুধুমাত্র শিক্ষক নয়, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং শিখন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে । শিক্ষার্থী জীবনে যা হতে চায় (যা তাদের আকাঙ্খা) যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য উপযোগী, শিক্ষণকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সেসঙ্গে শিক্ষক হিসেবে আমাদের চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রত্যাশাকেও বিবেচনা করে। কিভাবে আরো ভালভাবে শেখানো যায় তার সুযোগ তৈরী করে দেয়। শিখনের জন্য সর্বোত্তম রিসোর্সের যোগান দেয় এবং আমাদের সাফল্যকে যথাযথ পুরষ্কার ও স্বীকৃতি প্রদান করে।

কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি ?

আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে বসে চিন্তা করুন ঃ একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো কি কি। হোক সেটি একটি শ্রেণীকক্ষ, স্কুল বা শিশুরা লেখাপড়া করে এমন একটি স্থান।

- একটি বড় ব্ল্যাকবোর্ডে বা পোষ্টার পেপারে বড় একটি বৃত্ত আঁকুন এবং এর মাঝখানে লিখুন 'একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ'।
- আপনার সহকর্মীদের এই বৃত্তের বাইরে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের দুয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখতে বলুন।
- পরের পৃষ্ঠায় দেয়া চিত্রটির সঙ্গে তাদের লেখা বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখুন। কোন বৈশিষ্ট্য কি বাদ পড়েছে?
- নিজেকে প্রশ্ন করুন, এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনটি আপনার স্কুলে রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কাজ করার প্রয়োজন আছে ? একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমাদের স্কুলের বা শ্রেণীকক্ষের কোথায় কোথায় আরো উন্নতি করতে হবে ? আপনার ধারণা গুলো নিচে লিখুন।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের রয়েছে :

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য আরো যে যে কাজ করতে হবে এবং যেভাবে করতে হবে:

একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

মনে রাখবেনঃ একটি সাধারণ প্রচলিত স্কুল বা শ্রেণীকক্ষ থেকে একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশে রূপান্তর হওয়া একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয়। তাই রাতারাতি এটি সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সময় ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এতে শিক্ষক হিসেবে আমরা উপকৃত হতে পারি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এতে আমাদের শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার ও সমাজের সকলে উপকৃত হতে পারে।

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা কি কি ?

অভিব্যক্ত করুন :

অনুগ্রহ করে নিচের কেসস্টাডিটি সন্মিলিতভাবে অথবা একাকী পড়ুন:

১৯৮০ সালে, পাপুয়া নিউগিনির উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দাবী জানাল। যে শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা গ্রামের মূল্যবোধ এবং গ্রামের জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা উপলব্ধি করবে ও সমাজে একাত্মাবোধ করতে শিখবে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সরকার, স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (Summer Institute for Linguistics) এগিয়ে আসে এবং গ্রামাঞ্চলের ৬-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য গ্রামীণ বা স্বদেশী প্রাক-স্কুল' নামে স্থানীয় ভাষায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্কুল চালু করে।

এ স্কুল স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কমদামী উপকরণ সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করে। যাতে শিক্ষকরা সহজেই গ্রামের দরিদ্র শিশু শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন । স্থানীয় গ্রামবাসীদের রচিত নিজস্ব ভাষার গল্প, লোকগাঁথা গান কবিতা ও শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর তৈরী বিভিন্ন বই, স্কুলের পাঠাগারে রাখা হয় ও পাঠদানের সময় তা ব্যবহার করা হয়। শিশুরা বইয়ের গল্পগুলোর চরিত্রানুসারে সেজে অভিনয় করে, পুতুল বানায় এবং গল্পগুলো নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করে।

শিশুরা এই স্কুল থেকে তাদের স্থানীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ওপর ইতিবাচক ধারণা নিয়ে বের হয়ে আসে যা পরবর্তীতে তাদেরকে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা চর্চায় সক্ষম করে তোলে। এতে শিশুরা আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং শিখনের ব্যাপারে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা অধিক প্রশ্ন করতেও শেখে। দেখা গেছে এই শিশুরা পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়ায় খুবই ভাল করেছে।

এই স্কুলের শিক্ষকরা তাদের স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, প্রথম তারা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেন তখন খুব দ্বিধাগ্রস্থ থাকতেন ও স্কুলে যেতে ভয় পেতেন। তাদের স্কুলে শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলতেন যে তারা তা ঠিক বুঝতে পারতেন না। কিন্তু এখন তারা আশ্বস্থ এই ভেবে যে,তাদের স্কুলে এই শিশুদের আর তাদের মত সমস্যায় পড়তে হবে না। তবে, স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় কোন কোন শিক্ষক মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

তাদের মতে, শিক্ষার্থীরা ভীত ও নম্র থাকলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হয়। অপর দিকে তারা অবশ্য আনন্দিত যে, আগের পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সুবিধে হলেও বর্তমান 'স্বদেশী' পদ্ধতিতে শিশুরা অনেক দ্রুত শিক্ষা লাভ করছে। স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে এই স্কুলগুলো নিশ্চিত করছে যে পাপুয়া নিউগিনি স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে।[২]

এখন এই প্রাক-বিদ্যালয় (viles tok ples priskul') সম্পর্কে ভাবুন ও অভিব্যক্ত করুন। কিভাবে এই একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজ উপকৃত হতে পারে। আপনার ধারণাসমূহ নিচে লিপিবদ্ধ করুন।

শিশুদের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

শিক্ষকদের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

বাবামা'র জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

[2] Dutcher N (2001) Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies. Center for Applied Linguistics: Washington, Dc. and http:/ / www.literacyonline. org/explorer/index.html *Summer Institute for Linguistics

সমাজের জন্য উপকারিতা

১. ----------

২. ----------

৩. ----------

আপনার ধারণা অন্য শিক্ষকের ধারণার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। এরপর নিচের অংশটি একত্রে পাঠ করুন। আপনার কতগুলো নতুন ধারণা মনে এল? আপনি কি কোন নতুন ধারণা এবং এর উপকারিতার কথা শিখতে পেরেছেন?

শিশুদের জন্য উপকারিতা

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুরা অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তাদের আত্ম-মর্যাদা বোধ উন্নত হয়। তারা নিজেদের সাফল্যে গর্ব অনুভব করে থাকে। সে সঙ্গে তারা স্কুলের ভেতরে ও বাইরে নিজে নিজে শেখার যোগ্যতা অর্জন করে। তারা উপযুক্ত প্রশ্ন করতে শেখে, তারা যা শিখেছে তা দৈনন্দিন জীবনে যেমন- বাড়ীর বাইরে বা বাড়ীতে কাজে লাগাতে জানে। তারা শেখে, কিভাবে স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে হাশিখুশী ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা আচরণ করতে হয়। তারা বুঝতে পারে, ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন সহপাঠীদের সঙ্গে কিভাবে মিশতে হয় এবং কিভাবে তাদের সমস্যাকে মানিয়ে নিয়ে তাদের ভিন্ন ক্ষমতার প্রতি সংবেদনশীল হতে হয়। এ ধরনের পরিবেশে সব শিশুই একসঙ্গে শিক্ষালাভ করে এবং সহপাঠিদের প্রেক্ষাপট ও যোগ্যতা বা ক্ষমতা যাই হোক না কেন সবার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকে।

শিশুরা এতে আরো সৃজনশীল হয়ে ওঠে যা তাদের শিক্ষাকে সমৃদ্ধতর করে। তারা নিজ নিজ মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিতে ও প্রশংসা করতে শেখে। এবং সীমিত ক্ষমতা বা ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও তারা নিজেদের 'বিশেষ' বিবেচনা করতে শেখে।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ থেকে শিশুদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্যে নিজেদের তৈরী করতে শেখে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার মাধ্যমে নিজের প্রতি আত্মমর্যাদা বোধও তাদের ফিরে আসে।

শিক্ষকের জন্য উপকারিতা :

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে কাজ করে শিক্ষকরাও উপকৃত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকে শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকদের নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি জানার সুযোগ তৈরী হয়। তারা নতুন নতুন বিষয় যেমন- শিশুরা বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে শেখে এবং তাদের শেখানোর উপায় কি তা জানতে পারেন ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষকরা যখন নতুন নতুন পথ খোঁজেন তখন তারা মানুষজন, শিশু এবং পরিস্থিতির প্রতি আরো ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রক্রিয়া তৈরী করতে সমর্থ হন। এভাবে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া একঘেঁয়েমির পরিবর্তে আনন্দ দায়ক হয়ে ওঠে।

শিক্ষকদের স্কুল ও স্কুলের বাইরে যেমন- স্কুল গুচ্ছ, অন্য স্কুল বা শিক্ষকদের নেটওয়ার্ক /ফোরাম/ বিভিন্নজনের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন ধারণা উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরী হয়। এই ধারণা প্রয়োগ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন তৎপরতায় আরো আগ্রহী, আরো সৃজনশীল এবং আরো মনোযোগী হতে উৎসাহী করেন। ফলে, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক শিক্ষককে আরো ইতিবাচক ফিডব্যাক দিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে তারা সমাজের আরো বেশী সমর্থন লাভ করেন এবং তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

যখন সকল শিক্ষার্থীরা স্কুলে তাদের সর্বোত্তম যোগ্যতানুযায়ী সফল হয় তখন শিক্ষকরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মনে রাখবেন এখানে শিক্ষার্থীর সফল হওয়া বলতে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করাকে বোঝাচ্ছে না। এর অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শেখার বৈচিত্রপূর্ণ উপায়কে মেনে নেয়া এবং দেখা, কিভাবে তারা শিখতে গিয়ে সফল হচ্ছে। লিখিত পরীক্ষায় কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেয়ে শিক্ষার্থী যখন কোন কিছু শিক্ষক বা শ্রেণীকক্ষে সবার সামনে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তাকেই সফল বলা যায়।

একটি একীভূত শিখন বান্ধব স্কুলে শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী থাকেন, এতে শিক্ষকের কাজের ভার কিছুটা লাঘব হয়। শিক্ষকদের নির্দেশনানুযায়ী, যখন এই স্বেচ্ছাসেবীরা বুঝতে পারে যে, শ্রেণীকক্ষে যা শেখানো হয় তা শিক্ষার্থীদের ও তাদের পরিবারের কাজে আসছে তখন তারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আরো বেশী সহায়তা করতে এগিয়ে আসে।

বাবামা'র জন্য উপকারিতা:

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের মাধ্যমে অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানরা কিভাবে লেখাপড়া শিখেছে তা বেশী বেশী জানতে পারেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তারা নিজেরা সম্পৃক্ত হন এবং তাদের শিক্ষায় সহায়তা করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। শিক্ষক যখন অভিভাবকের কাছে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে মতামত জানতে চান তখন অভিভাবকবৃন্দ সম্মানিত বোধ করেন এবং ছেলেমেয়েদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টায় নিজেদেরকেও সমান অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেন। শিক্ষকরা যেভাবে স্কুলে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন, অভিভাবকরা সেই কৌশলগুলো ব্যবহার করে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে আরো ভালভাবে দেখাশোনা করতে শিখেন। তারা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করা শেখেন এবং পরস্পরের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন এবং একে অপরের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। সবচেয়ে বড় কথা, তারা জানেন যে তাদের ছেলেমেয়েসহ অন্যান্য **সব ছেলেমেয়েই** মান সম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে।

সমাজের উপকার :

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সমাজকেও নানা ভাবে উপকৃত করে। যখন এলাকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় এবং শেখে তখন সমাজ গর্ব অনুভব করে। তারা উপলব্ধি করে যে সমাজের কর্মকান্ডে অংশ নিতে 'ভবিষ্যত প্রজন্মের সমাজের নেতা এই স্কুলে তৈরী হচ্ছে। সমাজ দেখে যে এতে সামাজিক সমস্যা যেমন- ছোট খাট অপরাধ, কিশোর কিশোরীদের সমস্যা ইত্যাদি হয়তো কমে যায়। সমাজের সদস্যরা স্কুলের কাজে অধিকতর সম্পৃক্ত হয় । এতে স্কুল ও সমাজের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ:

এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কেন সব স্কুল একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হচ্ছে না? স্কুল গুলোর একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার একটি ছোট তালিকা নিচে দেয়া হল। আপনার স্কুলের প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা সমাধানের জন্য কিছু উপায় বের করুন।

১. বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য চাই কর্মস্পৃহা, খোলামন, ইচ্ছা ও আগ্রহ। যদি শিক্ষকরা স্কুলের চেয়ে নিজেদের ঘর গেরস্থালীর কাজে বেশী মনোযোগী হন, বা স্কুলে শিক্ষকতার বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকেন যেমন প্রায়ই বিভিন্ন মিটিং এ অংশগ্রহণ, স্কুলের অফিসের কাজে দায়িত্ব পালন করা তাহলে শিক্ষকরা হযতো মনে করতে পারেন যে স্কুলের পরিবেশ পরিবর্তনের ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বা কর্মশক্তি তাদেও নেই।

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায়-

ক.----------

খ.----------

গ.----------

২. শিক্ষকরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি তা বোঝেন না বা তাদের মনে হচ্ছে এই পরিবেশ তৈরীর জন্য যথেষ্ট সম্পদ তাদের স্কুলে নেই।

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায় -

ক. ----------

খ.----------

গ.----------

৩. বাবা মা, এমনকি শিক্ষকরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উপকারিতা বুঝতে পারছেন না এবং তাদের ধারণা স্কুলে সব ধরনের ছেলেমেয়ে ভর্তি হলে তাদের নিজনিজ সন্তানদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে

এই সমস্যা দূরীকরণের উপায় -

ক.----------

খ.----------

গ.----------

অভিজ্ঞতা থেকে একটি শিক্ষা ঃ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের অন্তর্ভুক্তি

"আমরা আবিষ্কার করলাম যে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশী মানবিক ও সৎ। গত চার বছরে তারা তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের প্রশ্ন করেনি যে, তার পা অমন বাঁকা কেন ? বা সে,দেখতে পায়না কেন ইত্যাদি ? আমি দেখেছি যে প্রতিবন্ধী বন্ধু যখন ক্লাসে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় তখন সবাই তা নিঃশব্দে, মনোযোগ দিয়ে শোনে, সে যদি সঠিক উত্তর দেয় বা উত্তর সর্ম্পূন করে তখনি সবাই উল্লসিত হয়, বাহবা দেয়। তাদের প্রতিবন্ধী সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্বাভাবিক বন্ধুদের মতই। তারা একসঙ্গে স্কুলে আসে, বনভোজনে যায়, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কাজেই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে নেই সেসব শ্রেণীকক্ষের ছেলেমেয়েরা বরং প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে থাকে। কখনো কখনো তারা প্রতিবন্ধীদের বিদ্রুপ করে, তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দেয় বা তাদের দিকে অবমাননাকর ভাবে তাকিয়ে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে যেসব শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা অর্ন্তভুক্ত থাকে সেসব শ্রেণী কক্ষের অ-প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতিবন্ধী বন্ধুদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এমন কি বাবা মাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একবার ১ম শ্রেণীর ক্লাসে কিছু অভিভাবক লক্ষ করে, ক্লাশে একটি প্রতিবন্ধী বাচ্চা ভর্তি হয়েছে। তখন তারা তাদের বাচ্চাদের সেই বাচ্চাটির কাছ থেকে সরিয়ে দিল এবং মন্তব্য করল যে "কেন আমার বাচ্চা ঐ বাচ্চার পাশে বসবে? অথবা ক্লাসের সময় সে আমার বাচ্চাকে বিরক্ত করবে"।

অবশ্য তাদের এ ধরনের মন্তব্য বা ধারণা দু একমাসের বেশী স্থায়ী হয়নি। যখন তারা উপলব্ধি করতে পারলেন যে তাদের বাচ্চারাই প্রতিবন্ধী শিশুটিকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছে, তাদের বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছে তখন তারাও প্রতিবন্ধী শিশুর সাহায্যে এগিয়ে আসে। তারা প্রতিবন্ধী শিশুটির পোষাক পরাতে, স্কুলের ব্যাগ গোছাতে এবং বাড়িতে পৌছে দিতে সহায়তা করতে লাগলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরাই আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে একটি সভা আহ্বান করি। পরিশেষে বলতে পারি যে, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অভিভাবক বা অ-প্রতিবন্ধী বাচ্চারা বিষয়টি মেনে নিয়েছিল, তারপর থেকে আমার ক্লাসের কাজ ভালভাবে চলছে আর প্রতিবন্ধী বাচ্চারাও খুব শীগগীরই ক্লাসের সবার ভালবাসা ও সহযোগিতা পেতে শুরু করেছে।"[৩]

[3] "Including Children With Disabilities, an interview with Katica Dukivska Muratovska. "http:/ / www. unicef. or/teachers/forum/01000.htm

টুল ১.২

আমরা এখন কোথায় আছি ?

আমাদের স্কুল কি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হয়েছে?

বাংলাদেশে ধারণাটি নতুন হলেও দেশে বা বিদেশে যে সব স্কুল একীভূত, শিখন-বান্ধব হওয়ার জন্য কাজ করছে তারা দেখতে পাচ্ছে যে সমাজ, শিক্ষক ও ছেলেমেয়েরা তাদের বাবামায়েরা এর ফলে নানা ভাবে উপকৃত হচ্ছে। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পূর্বশর্তই হচ্ছে আপনার স্কুলে একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ আছে কিনা তা নির্ধারণ করা। এরপরের কাজ হচ্ছে আপনার স্কুলকে পুরোপুরি একীভূত ও শিখন-বান্ধব পরিবেশে তৈরী করতে কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, তা জানা।

নিচের চেকলিস্টটি আপনার স্কুলের অবস্থা যাচাইয়ে সাহায্য করবে। আন্তরিকতার সঙ্গে এটি পূরণ করুন। কোন বিষয়ে ইতোমধ্যে আপনার স্কুল কাজ করে থাকলে, তার পাশে (টিক্) চিহ্ন দিন। যদি এর অধিকাংশ না-বাচক হয়ে থাকে তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই টুলকিটের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানব এবং একত্রে কাজ করব। চেকলিস্ট পূরণের মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হবে তা আপনার স্কুলকে একীভূত ও শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার জন্য পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে । তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কর্ম তৎপরতা: একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কিত স্ব-মূল্যায়ন:

আপনার স্কুল একটি একীভূত শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে কি করছে?

স্কুল-নীতিমালা এবং প্রশাসনিক সহায়তা

আপনার স্কুল/ স্কুলের:

— একীভূত ও শিখন-বান্ধব শিক্ষা বিষয়ে নীতিমালা ও মিশন-ভিশন ষ্টেটমেন্ট ও বৈষম্য বিরোধী নীতি রয়েছে।

— স্কুল এলাকায় স্কুল গমনপোযোগী সকল ছেলেমেয়ের (যারা ভর্তি হয়েছে বা হয়নি) তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা রয়েছে ।

— অভিভাবকরা যাতে তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে উৎসাহিত হন সেজন্য নিয়মিত এই বলে প্রচারণা চালানো হয় যে সব শিশুদের স্কুলে ভর্তি করা উচিত এবং তাদের ভর্তির জন্য সব স্কুলগুলো খোলা থাকে।

— বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দলিল ও রিসোর্স রয়েছে।

— কোন্ পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান, এ্যাডভোকেসী গ্রুপ এবং সামাজিক সংগঠনে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত রিসোর্স পাওয়া যায় তা অবহিত।

— স্কুল প্রশাসক এবং শিক্ষকবৃন্দ একীভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর ধরন সম্পর্কে অবগত এবং এজন্যে স্কুলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ রয়েছে।

— স্কুলটিতে পরিপূর্ণভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কার্যকর করতে যে বাধার সন্মুখীন হচ্ছে এবং তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

— ব্যয়ভার, স্কুলের রীতিনীতি ও সময়সূচির কারনে স্কুলে ভর্তি হয়ে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না । সে ব্যাপারে স্কুল সচেতন এবং তা পরিবর্তন করে।

— শিক্ষকরা যাতে নিত্যনতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারে সেজন্য তাদের সুযোগ দিয়ে থাকে।

— একীভূত শিক্ষা অনুশীলনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য সমাজের চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া, সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাসহ মত বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।

— স্কুল কর্মীদের প্রয়োজনের দিকে নজর রয়েছে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ হয় না।

— ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং একীভূত শিক্ষা অনুশীলনে পরিবর্তন আনতে এবং একীভূত শিখন তৎপরতায় সবার অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া, তত্ত্বাবধান ও কার্যকর সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

স্কুলের পরিবেশ :

আপনার স্কুলে:

— সব শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সব সুযোগ সুবিধা যেমন- মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট, শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প (সিঁড়ি নয়) রয়েছে।

— একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও বন্ধুসুলভ পরিবেশ রয়েছে।

— নিরাপদ ও পরিষ্কার খাবারের পানি সরবরাহ সহ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবারের বিক্রয় বা সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

— বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত স্কুল কর্মী/ শিক্ষক রয়েছে (যেমন- বিভিন্ন সম্প্রদায়, আদিবাসী, শারিরীক সামর্থ্য, ধর্ম, ভাষা বা আর্থসামাজিক অবস্থান ইত্যাদি র্নিবিশেষে) অথবা এ ধরনের কর্মী শিক্ষক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

— কাউন্সিলর বা শিক্ষার্থীদের নির্দেশক ও পরামর্শদানকারী শিক্ষক এবং দ্বিভাষিক শিক্ষক রয়েছেন যিনি বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহ তাদের সাহায্য করে থাকেন।

— সব শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী একত্রে মিশে যাতে বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা সহ সাহায্য করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা রয়েছে বা ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

— শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে।

শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান এবং মনোভাব :

শিক্ষকবৃন্দ:

— একীভূত' এবং শিখন-বান্ধব শিক্ষা'র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের উদাহরণ দিতে জানেন ।

— মেয়ে শিক্ষার্থী, সম্পদশালী,দরিদ্র, আদিবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকলেই যে শিক্ষণে সক্ষম তা বিশ্বাস করেন।

— স্কুলে গমনপোযোগী/বহির্ভূত শিশুরা যাতে স্কুলে আসে তার জন্য কাজ করেন।

— শারিরীক, আবেগীয়, এবং শিখনকে বাধাগ্রস্ত করে এমন রোগ সম্পর্কে অবহিত এবং এ ধরনের অসুস্থ শিশুকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করেন।

— স্কুলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপ করে থাকেন।

— সব শিক্ষার্থীর ওপর উচ্চাশা পোষণ ও তাদের স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করতে উৎসাহিত করেন।

— বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব রিসোর্স রয়েছে তার খোঁজ খবর রাখেন।

— শিক্ষা-উপকরণ, স্কুলের পরিবেশ, নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতি-তে সাংস্কৃতিক বা লিঙ্গ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে এবং সংশোধন করতে পারেন।

— শিখন উপকরণে লিঙ্গ বা সাংস্কৃতিক পক্ষপাতিত্ব শিক্ষার্থীরা যাতে চিহ্নিত করতে এবং সংশোধন করতে পারে সেজন্যে তাদের সাহায্য করেন।

— বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী স্কুলের কাজ, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় অভিযোজন করেন।

— শিক্ষার্থীদের শিখন যাতে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হয় সেজন্যে শিক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়, ভাষা ও কৌশল ব্যবহার করেন।

— শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা এবং চাহিদা অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন করেন।

— শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাশীল, সুগমকরা, গবেষক, অভিযোজনশীল এবং পরিবর্তনশীল।

— দলে কাজ করতে সমর্থ।

শিক্ষক উন্নয়ন :

শিক্ষকবৃন্দ:

— একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ ও স্কুল উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপস্থিত থাকেন এবং নিয়মিতভাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

— একীভূত শিখন বান্ধব শ্রেণীকক্ষ তৈরীর ব্যাপারে অন্যান্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের সদস্যদের উপস্থাপন/প্রেজেন্টেশন করতে পারেন।

— শিক্ষণ-বিষয় (যেমন- গণিত) সম্পর্কে আরো ভালভাবে জানতে স্কুল থেকে অব্যাহত সহযোগিতা পান ।

— একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষণ-শিখন উপকরণ উন্নয়নে অব্যাহত সাহায্য পান।

— নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও লিখিত তত্ত্বাবধান-পরিকল্পনার মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়মিত সহযোগিতা পান।

— শিখন উপকরণ তৈরী ও এ সংক্রান্ত ধারণা বিনিময়ের ' জন্য কর্মক্ষেত্রে আলাদা কক্ষ বা জায়গা নির্ধারণ করা আছে।

— একীভূত শিখন বান্ধব মডেল স্কুল পরিদর্শন করতে পারেন।

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত :

— সমাজভুক্ত স্কুল গমনপোযোগী সকল শিশু নিয়মিত স্কুলে যায়।

— সব শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিখন উপকরণ রয়েছে।

— নিজ নিজ উন্নতি মনিটর করার সুবিধার্থে সব শিক্ষার্থীই শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্য পায়।

— ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিশুরা শ্রেণীকক্ষে বা স্কুলে যাতে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে ও লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য সমান সুযোগ পায়।

— সব শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে আসছে কিনা তা ফলো আপ করা হয়।

— সব শিক্ষার্থীরই স্কুলের সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে।

— স্কুলে বা শ্রেণীকক্ষে সহিংসতা, নিপীড়ন, অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশাবলী ও নীতিমালা তৈরীতে সব শিক্ষার্থী সহায়তা করে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ণ :

— শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিখন কৌশল যেমন- আলোচনা বা অভিনয় সন্নিবেশন করা হয়।

— শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট ও ক্ষমতা যাই হোক না কেন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর মিল থাকে।

— শিক্ষাক্রমে সাক্ষরতা, হিসাব নিকাশ এবং জীবন ধারণের দক্ষতা মূলক বিষয়বস্তু থাকে।

— শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় রিসোর্স ব্যবহার করেন।

— শিক্ষাক্রম ভুক্ত উপকরণে বিভিন্ন মানুষ যেমন মেয়ে, নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক পটভূমির মানুষ ও প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে তথ্য, উদাহরণ ও ছবি আওতাভুক্ত হয়েছে ।

— শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন শিখন পর্যায় ও কৌশল বিশেষত ঃ শিখনপ্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে অভিযোজন করা হয়।

— শিখন-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত শিক্ষণ, পাঠের পুনরালোচনা করা হয়।

— শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাক্রমভুক্ত শিখন উপকরনসমূহ শিক্ষার্থীরা স্কুল ও স্কুলের বাইরে যে ভাষা ব্যবহার করে সে ভাষায় রচিত।

— শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহিষ্ণু মনোভাব এবং নিজ ও অন্যদের কৃষ্টি বা পটভূমির সম্পর্কে ও মনোভাব প্রবর্তনে উৎসাহিত করে।

— শিক্ষকরা শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন না করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন টুলস্ ব্যবহার করেন।

বিশেষ বিষয়/ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী :

— শারিরীক প্রতিবন্ধী শিক্ষর্থীদের খেলাধুলা ও শারিরীক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

— মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলে শিক্ষার্থীদের মতই নানা ধরনের খেলাধুলার জন্য সুযোগ পায়।

— সব শিক্ষার্থীর তাদের নিজ নিজ ভাষায় পড়া, লেখা এবং শেখার সুযোগ রয়েছে।

— স্কুল সব ধর্মের শিক্ষার্থীকে সমান মর্যাদা দেয় এবং স্কুলে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানার সুযোগ রয়েছে।

সমাজ :

— অভিভাবক এবং সমাজের লোকজন একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানেন এবং স্কুলকে 'একীভূত শিখন বান্ধব' হতে সাহায্য করেন।

— স্কুল বহির্ভূত সব শিক্ষার্থীকে স্কুলে নিয়ে আসতে সমাজ সাহায্য করে।

— অভিভাবক এবং সমাজ একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নে ধারণা ও রিসোর্স এর ব্যবস্থা করে।

— অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের স্কুলে উপস্থিতি ও লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে স্কুল থেকে তথ্য পান।

এই স্ব- নির্ধারণী চেকলিস্ট আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের আপনাদের স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পনা ও কাজ শুরু করতে সহায়তা করবে। এই বুকলেটের পরবর্তী টুলে আপনি কিভাবে এ কাজটি করবেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে; কাজেই এই লিস্টের কথা ভুলে যাবেননা। মনে রাখবেন, একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়ন হচ্ছে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। আপনি, আপনার সহকর্মী অভিভাবক এবং সমাজের লোকজন বছরের বিভিন্ন সময়ে এই চেকলিস্টটি পর্যালোচনা করে দেখবেন যে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর পথে আপনারা সঠিকভাবে এগোচ্ছেন কিনা।

কিভাবে আমাদের স্কুল একীভূত শিখন বান্ধব হয়ে পারে?

যখন কোন স্কুলের শিক্ষক আপনাকে প্রশ্ন করবে, আমাদের স্কুলকে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিণত করতে কি করা প্রয়োজন? তখন আপনার উত্তর কি হবে ? নিচের বিষয়বস্তু পড়লে এবং আলোচনা করলে আশা করি আপনি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

কর্মতৎপরতা: থাইল্যান্ডে এক স্কুলের একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া।

১৯৫০ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক শহরের প্রান্ত দেশে গগনচুম্বী ইমারত ও বস্তি এলাকার অদূরে মিনপ্রাসট্রাউটাইয়া (এম) স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম থেকেই স্কুলটির মিশন ছিল ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব পরিবারে শিশুদের লেখাপড়া করানো। ১৯৮৬ সালে স্কুলের অধ্যক্ষ স্কুলে একটি সক্রিয়, শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ একজন শিক্ষাবিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৪দিন ব্যাপী এক কর্মশালায় 'এম' স্কুলের শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান। কর্মশালাটি ছিল অংশগ্রহণমূলক ও কর্মকেন্দ্রিক। এর শিক্ষণ-এর ফোকাস ছিল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের উন্নতি করা। কর্মকেন্দ্রিক শিখন-এর ব্যাপারে শিক্ষকরা সবাই খুব উৎসাহী ছিলেন। তারা নতুন নতুন শিক্ষা উপকরণ তৈরী করে তা শ্রেণীকক্ষে নতুন শিক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা শুরু করেন। সেসঙ্গে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতিও তারা ব্যবহার করতে থাকেন। স্কুলের অধ্যক্ষ শিক্ষণ- শিখনের এই নতুন ধরনের কাজকে গুরুত্বের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করতে থাকেন এবং শিক্ষকদের একে অপরের সঙ্গে তাদের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে অনুরোধ জানান। যাতে শিক্ষকদের মধ্যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায় ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। এভাবে শিক্ষকরা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কর্মশালা আয়োজন করতে থাকেন, তারা নতুন জিনিষ শিখতে অন্যান্যদের স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সারা দেশের স্কুল থেকে অন্যান্য শিক্ষকদেরও তাদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান ।

'এম' স্কুল আশেপাশে যেসমস্ত সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে ব্যবহার করে এবং স্কুলের উন্নতির জন্যে নতুন রিসোর্স খুঁজে বের করে। তারা স্কুলের জন্য শিখন-ভিশন তৈরী করে এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রথা চালু করেন। (যেমন- শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ক্লাসের ফাঁকে প্রতিদিন ধ্যান ও একমনে চিন্তা করার জন্য সময় বের করে নিত)।

স্কুলের মিশনের অংশ হিসেবে, এম' স্কুলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল থাই সমাজকে দেখানো যে সব শিক্ষার্থী একত্রে ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারে। ১৯৯০ সালে অধ্যক্ষ, অভিভাবক কমিটির সদস্য এবং শিক্ষকবৃন্দ কিভাবে কমিউনিটির সব ছেলেমেয়েদের সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়য়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু যেমন- অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, শ্রবণ সমস্যাযুক্ত, অতিচঞ্চল (হাইপার একটিভ) এবং শিখন প্রতিবন্ধী শিশুকে স্কুলে ভর্তি করে নেয়। শিক্ষার্থীরা ভর্তির আগেই, শিক্ষকরা এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয় কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তাঁরা পরবর্তীতে দেখেছেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস ও করেন যে একটি একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশে সব ছেলেমেয়ে সমানভাবে উপকৃত হয়।

সে সময় স্কুলের সামনে একটি বিরাট রাস্তা (হাইওয়ে) নির্মাণ করা হচ্ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ রাস্তার নির্মান শ্রমিকদের যেসব সন্তান স্কুলে যেতনা তাদেরকেও এম' স্কুলে আসার আমন্ত্রণ জানায় এবং অন্যান্য শিশুদের

সঙ্গে তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেয়। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও নির্মাণ শ্রমিকদের দুঃস্থ সন্তানদেও জন্য স্কুল ইউনিফর্ম তৈরী করে দেয়, অপরদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষও তাদের বেতন মাফ করে দেয়।

'এম' স্কুলে সক্রিয় শিখন ও শিক্ষার্থীর অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত পরিবর্তনসমূহ রাতারাতি হয়নি । ধাপে ধাপে বহু বছরের প্রচেষ্টার পর তা সম্ভব হয়। এম' স্কুলের অধ্যক্ষ জানতেন যে পুরনো ধারা থেকে নতুন ভাবধারায় উন্নীত হতে সময় লাগে। সেজন্য প্রতি তিন থেকে পাঁচ বছরের পর পর শিক্ষার্থীদের শিখনকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন চুক্তি প্রস্তুত করেন। এই চুক্তি তৈরীতে স্কুলের সবাই অংশ নিয়ে থাকে। সবাই দলীয়ভাবে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় অর্থাৎ এখানে "সবাই পরিবর্তনকারী আবার সবাই শিক্ষার্থী।"

এই কেসস্টাডিটি আপনি পড়লেন। এখন বলুন,স্কুলটিকে একীভূত, শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করার জন্য কর্তৃপক্ষ কি কি উদ্যোগ নিয়েছিলেন ? প্রধান কয়েকটি উদ্যোগের কথা এখানে লিখুন এবং আপনার সহকর্মীদের সাথে তা নিয়ে মত বিনিময় করুন।

১.----------

২.----------

৩.----------

অভিব্যক্তির প্রতিফলন: আমাদের অবস্থা কি ?

এখন আপনার কর্মক্ষেত্রকে একটি একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করতে যে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সে সম্পর্কে অভিব্যক্ত (রিফ্লেক্ট) করুন। আপনার সমাজ, শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলে এ ধরনের যে কোন একটি ইতিবাচক পরিবর্তন মনে করার চেষ্টা করুন। এই পরিবর্তন আনার জন্য আপনার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূল কাজসমূহ এখানে লিখূন ঃ

১.----------

২.----------

৩.----------

কিভাবে পরিবর্তন আনা যায় ও তা অব্যাহত রাখা যায় ?

স্কুলে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে নিচের উদ্যোগসমূহ প্রয়োজনীয়। নিচের উদ্যোগগুলোর সঙ্গে আপনার লেখা ওপরের তালিকার কোন বিষয়টির মিল রয়েছে ? কোন উদ্যোগটি আলাদা ? কেন আলাদা তা নিয়ে এবং কিভাবে এগুলো আপনাদের স্কুলে প্রবর্তন করা যায় সে বিষয়ে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

১. **নেতৃত্ব** যে কোন পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয়; এটি ছাড়া কোন কিছুর পরিবর্তন হয় না। কোন একজন- প্রধান শিক্ষক বা সিনিয়র শিক্ষক বা কোন শিক্ষক যিনি পরিবর্তনের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ও নিবেদিত, তিনি পরিবর্তনকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। যিনি এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সংগঠন, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালন করবেন।

২. **শিক্ষকদের জন্য অংশগ্রহণমূলক এবং কর্ম-কেন্দ্রিক কর্মশালা** ছাড়াও যে কোন পরিবর্তন আনার ও তা অব্যাহত রাখার জন্য নানা ধরনের শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যেমন- কর্মী উন্নয়ন দিয়েই শুরু করুন; কোন একটি বিশেষ দিনে শিক্ষকদের শিশু-কেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে খোলামেলা আলাপ আলোচনার সুযোগ দিন। সেসঙ্গে শিক্ষকদের একে অপরের শিক্ষাদান, কাজ পর্যবেক্ষণ ও সে সম্পর্কে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিতে উৎসাহিত করুন। যেহেতু স্কুলে বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা ভর্তি হয় তাই অতিরিক্ত কর্মশালার আয়োজন করুন যেখানে শিক্ষকরা জানবেন যে, ক) কিভাবে এসব শিক্ষার্থীরা শেখে খ) কিভাবে শিক্ষককে নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হয় এবং গ) শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়ক স্কুলে যে কোন পরিবর্তন চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে হয়। এধরনের কর্মশালা থেকে শিক্ষকরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে তা ফলো আপ করুন। দেখুন স্কুলে শিক্ষক শিখন কাজে পরিবর্তন নিয়ে আসতে শিক্ষকদের কি ধরনের সাহায্য করা দরকার এবং আগামীতে কি ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা দরকার তাও চিহ্নিত করুন।

৩. **শ্রেণীকক্ষে শিক্ষন-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন** একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পূর্বশর্ত। মনে রাখবেন সমস্ত স্কুলটিই একটি শ্রেণীকক্ষ। তবে, আপনি ও আপনার শ্রেণীকক্ষ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে কাছাকাছি, আপনি তাদের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন এবং আপনার শিক্ষণ পদ্ধতিই তাদের সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে।

৪. **স্কুল এবং সমাজ থেকে সংগৃহীত তথ্য** ও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনা ও যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা এই টুলকিটে পরবর্তীতে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করতে হয় সে সম্পর্কে জানব।

৫. **রিসোর্স** সংগ্রহ করা ও তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ করা যায় সে বিষয়ে আমরা বুকলেট-২ এ বিস্তারিত জানব।

৬. **পরিকল্পনা করা জরুরী**। একটি নমণীয় দীর্ঘ মেয়াদী (৩-৫ বছর) পরিকল্পনা ধাপেধাপে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের পরিকল্পনা শিক্ষক, স্কুলকর্মী, এবং সমাজকে পুরনো থেকে নতুন ধারা অনুশীলনের জন্য সময় করে দেয়। শিক্ষক ও অভিভাবককে এ জন্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণে অংশ নিতে হবে। শুরুতেই যতবেশী মানুষ অংশ নেবে, ততই ভাল।

৭. **পরিবর্তনের চালু প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন একটি পারস্পরিক, সহযোগিতামূলক দলীয় প্রক্রিয়া**। "সবাই অংশ নেয়, সবাই শেখে এবং সবাই-ই বিজয়ী হয়" এ ধরনের বিশ্বাস, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরী করে যা থেকে শিক্ষকরা পরস্পরের কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগাভাগি করে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

৮. এই বুকলেটের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্কুলের **মিশন-ভিশন ও সংস্কৃতি** তৈরীর কথা। শিক্ষক, প্রশাসক, শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং সমাজের নেতা সবাইকে স্কুলের মিশন ও ভিশন তৈরীতে অংশ নিতে হবে।

৯. **অভিভাবক ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সদা যোগাযোগ** প্রয়োজন। কারন এতে তাদের আস্থা অর্জন, সমাজের সকল শিশুর স্কুলে আসা ও তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে লেখা পড়া নিশ্চিত করা; তাদের অংশীদারীত্ব ও দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে তোলা এবং সমাজ ও স্কুলের মাঝে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে সহায়তা করে।

কর্ম তৎপরতা: বিরোধিতার মোকাবেলা কর।

সবাই কিন্তু পরিবর্তন চাইবে না। কাজেই পরিবর্তন আনতে গিয়ে আপনি কারো কারো বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন, যাতে দীর্ঘদিনের নিয়ম বা প্রথার পরিবর্তন না করা হয়। অনেক কারনে স্কুলসমূহ এমনকি আপনার স্কুলও একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার বিরোধিতা করতে পারে। নিচে কারনসমূহ লিপিবদ্ধ করুন ও কি উপায়ে তার মোকাবেলা করবেন তা আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন।

শিখন-বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়া

১. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

২. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৩. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৪. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

---

৫. কি ধরনের বিরোধিতা (সম্ভাব্য)----------

আমার করণীয়----------

টুল ১.৩

'একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ' হয়ে ওঠার ধাপ

কিভাবে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা করা যায়

একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার জন্য আপনার স্কুলের অবস্থান যাচাই এবং তা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার পর, কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলকে আরো একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত করা যায় সে সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ/ধাপ গ্রহণ করবেন।[৪] একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পরিকল্পনা ও তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার পরামর্শ নিচে দেওয়া হলো। ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এর যে কোন একটি যে কোন সময় বাস্তবায়ন করলে আপনার শ্রেণীকক্ষ বা স্কুলটির একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। আপনি নিজেও আপনার সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধাপ গুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং সর্বপরি ধাপগুলো অর্জনের জন্য আপনি নতুন কোন পথ বা কৌশল উদ্ভাবন করতে পারেন। এজন্য সবচেয়ে জরুরী হল এই কাজটির প্রতি বা যে কোন পরিবর্তনের জন্য আপনার ইতিবাচক মনোযোগ থাকতে হবে।

ধাপ-১: একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ ' সমন্বয়কারী দল গঠন করুন

আপনার স্কুলে যেসব ব্যক্তি একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও কাজ করবেন তাদের নিয়ে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সমন্বয়কারী দল গঠন করুন।

এ দলে যারা থাকবেন তারা হচ্ছেন-
নিবেদিতপ্রাণ কিছু শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং দুই/তিনজন অভিভাবক (আরো অধিক সংখ্যক হতে পারে)। সমন্বয়কারী এই দলে আরো যারা অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন তারা হলেন, স্কুল প্রশাসক, কর্মী, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পুরনো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক, সমাজের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় সামাজিক সংগঠন।

---

[4] The steps in this sevtion were adapted from The all Children Belong Project,www.uni.edu/ coe/inclusion/decision_making/ planning_Steps.html, and from Booth T, Ainscow M,et al.(2000) Index for Inclusion: Developing learning and participation inschools (Bristol, CSIE).

ধাপ- ২: চাহিদা নিধার্রণ

সবাই এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন এবং আরো কি জানার প্রয়োজন ?

১। সমন্বয়কারী দলের সদস্যদের জ্ঞান পরখ করুন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও এর উপকারিতা সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত ? আপনার ও তাদের কি জানা দরকার এবং কিভাবে সবাই শিখতে পারে (যেমন কোন বিশেষজ্ঞ অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণ করে, কোন রিসোর্স ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে কিংবা কোন রির্সোস কেন্দ্র পরিদর্শন করে)?

২। শিক্ষাথী, কর্মী, অভিভাবক, সেবাদানকারী,স্থানীয় সমাজের সদস্যদের জ্ঞান পরখ করুন। সমন্বয়কারী দলের সবাই যখন একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হবেন তখন অন্যদের কি প্রশ্ন করবেন, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন। এটা হতে পারে, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, দলীয় কথোপকথন বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারেন।

স্কুল ও সমাজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে জানুন :

১। পূর্ববর্তী টুলের "আমরা এখন কোথায় আছি"র শুরুতে দেয়া স্বনির্ধারণী চেকলিস্টটি পর্যালোচনা (বা পূরণ) করুন, একীভূত শিখন বান্ধব হওয়ার পথে আপনার স্কুল ইতোমধ্যে কি পদক্ষেপ নিয়েছে ও আরো কি করা উচিত সে সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

২। খুঁজে দেখুন সমাজের কোন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না। 'সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা ও শেখা' শীষর্ক বুকলেট - ৩-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে ।

৩। আপনার শিক্ষার্থী ও সমাজের স্কুল বর্হিভূত ছেলেমেয়েদের শিখন চাহিদা চিহ্নিত করুন। এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য একটি ভাল শ্রেণীকক্ষ ও স্কুলের পরিকল্পনা করতে দলের সদস্যদের এই শিখন চাহিদা যতটুকু সম্ভব বুঝতে হবে । ইতোমধ্যে করা না হলে, টিমের সদস্য-শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার ওপর একটি মূল্যায়ন করতে হবে। অভিভাবকবৃন্দ তাদের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যে কোন তথ্য মূল্যায়নকারী সদস্যদের দিতে পারবেন।

৪। আপনার সমাজ ও স্কুলের বর্তমান সম্পদ চিহ্নিত করুন। ভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রেক্ষাপট থেকে আগত ছেলেমেয়েদের কি সেবা ও সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন তার একটি তালিকা করুন। সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সরকারী বিভাগ, এনজিও, স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও সেবাদানকারী এজেন্সী থাকতে পারে।

৫। স্কুলের পরিবেশ ও বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা কর্মসূচির একটি বিবরণ তৈরী করুন । আপনার স্কুলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা, আসবাবপত্র ও উপকরণ রয়েছে ও ব্যবহার করা হচ্ছে তা এই বিবরণীতে থাকবে । সব শিক্ষাথী কি এগুলো ব্যবহার করতে পারে? যদি না পারে, কিভাবে সবাই তা পারবে ?

৬। শ্রেণীকক্ষে কি কি ধরনের শিক্ষন- শিখন পদ্ধতি /প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করুন । শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন করে শিক্ষক শিক্ষার্থী কে কি করছে তার বর্ণনা দিন । শ্রেণীকক্ষ কি একীভূত ও শিখন বান্ধব ? কিভাবে? বা কেন নয়?

এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করুন। শ্রেণীকক্ষকে একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত করতে কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন। শ্রেণীকক্ষের আকার, শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শেখানোর ধরন, শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্ক, শ্রেণী কক্ষের সাহায্যকারী এবং ব্যবহৃত উপকরণ বিবেচনা করুন।

আরো তথ্য সংগ্রহ করুন। যে তথ্য আপনি সংগ্রহ করেছেন সে সর্ম্পকেও নতুন প্রশ্ন থাকতে পারে। প্রয়োজনে অতিরিক্তি তথ্য সংগ্রহ করুন যাতে আপনি কোন মতামত বা ধারণা নয়, শুধুমাত্র সংগৃহিত প্রাসঙ্গিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ধাপ -৩ : একটি ভিশন তৈরি করুন

আপনার কাঙ্খিত বা কল্পনার (আদর্শ) শ্রেণীকক্ষ কেমন হতে পারে তার একটি বর্ণনা দিন। আপনি ও আপনার শিক্ষার্থীরা যখন শ্রেণীকক্ষে হেঁটে বেড়ান তখন দেখতে কেমন লাগবে? কি ধরনের আসবাব এতে থাকতে পারে ? শিক্ষকরা কি করবেন? শিক্ষার্থীদের কাজ কি হবে? দেয়ালে কি ঝুলানো থাকবে ? ছেলে ও মেয়েদের কথা বিবেচনা করুন। বিশেষত: তাদের কথা যারা প্রধান ভাষায় (যেমন বাংলা) কথা বলতে পারে না । যাদের শ্রবন ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে অথবা যারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের -এধরনের **সব শিক্ষার্থীদের** কথা বিবেচনা করুন। যদি সমাজের সব শিক্ষার্থী স্কুলে যায় , তবে তাদের কি ধরনের শিখন চাহিদা রয়েছে এবং কিভাবে তা পুরণ করা যায় ? একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে আপনার স্কুল বা শ্রেণীকক্ষকে পরিণত করতে আপনার ভিশন বা স্বপ্নসমূহ যতটুকু সম্ভব লিখে ফেলুন।

এখন, আপনার কাঙ্খিত শিক্ষা ও স্কুল পরিবেশ এর বর্ণনা দিন । ওপরে বর্ণিত রিসোর্স /সম্পদ বিবেচনা করুন। সমাজ, স্থানীয় সরকার বা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (যেমন- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইত্যাদি) কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা আপনি প্রত্যাশা করেন ? তারা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন ?

এই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে অন্য কে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন ? এ কাজে শিক্ষার্থীদের কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় ? এর সবকিছু লিখে ফেলুন। এগুলো আপনার কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনে কাজে লাগবে।

ধাপ- ৪ : একটি একীভূত শিখন বান্ধব স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করুন

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য কাজের একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করুন। কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন এবং কখন তা করা হবে তার একটি বিবরণ তৈরী করুন। প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ, সেবা এবং সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম-এর একটি তালিকা তৈরী করুন। পরিবর্তন আনার জন্যে বাস্তবসম্মত সময় ও তারিখ নির্ধারণ করুন; যাতে লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকে এবং চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন আনা যায়।

অতিরিক্ত রিসোর্সের/সম্পদের চাহিদা থাকলে তার ব্যবস্থা রাখুন। আগাম ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় কিছু রিসোর্স / সম্পদের যেমন- শিক্ষামূলক এইডের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা, চাইল্ড টু চাইল্ড শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন করা, বা রিসোর্স উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি গঠন করা) প্রস্তুত রাখতে হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের মন ও হৃদয়কে বিবেচনায় রাখুন। যাতে সব শিক্ষার্থী শিখন ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। শিক্ষা পরিকল্পনা দু'ভাবে করতে হয়। ক)বিশদ পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং খ) শিক্ষার্থীদের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন আনার মাধ্যমে। বিশদ বিশ্লেষণের জন্যে আপনি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর স্ব-নির্ধারণী চেকলিস্ট ও গাইডলাইনটি ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মনে ও মননে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে আপনি কি ধরনের চেষ্টা চালাবেন ? উদাহরণ স্বরূপ, আপনার শ্রেণীকক্ষে সমাজের সদস্য ও বাবা মায়ের অংশগ্রহণ বাড়ালে কেমন হয় ? এতে তারা একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে জানবেন এবং সে অনুযায়ী তারা আপনাকে শিখন ও ছেলেমেয়েদের শেখার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। এক্ষেত্রে বুকলেট-২ "একটি একীভূত, শিখন-বান্ধব পরিবেশ (আইলফি) তৈরীতে পরিবার ও সমাজের সঙ্গে কাজ"- এ বিস্তারিত বলা হয়েছে যেগুলো আপনি অনুসরণ করতে পারবেন।

ধাপ- ৫ ঃ আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করুন

প্রয়োজন হলে কর্মীদের কারিগরি সহযোগিতা দিন। কারিগরী সহায়তার (যেমন- অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর কর্মশালা ইত্যাদি) প্রয়োজন হলে কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন এবং কে এই সহায়তা দিবে ? কিভাবে দেয়া হবে এবং কত দিন পর পর এই সহায়তা লাগবে ?

স্কুলের শিক্ষক বা কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী প্রশিক্ষণ দিন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে শিশু অধিকার ও শিক্ষা, জেন্ডার অসমতা ও জেন্ডার ন্যায়পরায়নতা, সংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য বা সাদৃশ্য, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা, বিশেষ পরিচর্যার ওপর নির্দেশাবলী, কর্মীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্তে বুঝিয়ে বলা, সবাই মিলে শেখানোর কৌশল ইত্যাদি।

সম্ভব হলে শিখন-শিক্ষণে বাবা মাকে/অভিভাবক সক্রিয় ও সম্পৃক্ত করতে হবে। পরিকল্পনাকারী দলকে তাই অভিভাবক/শিক্ষক যোগাযোগের কৌশল বের করতে হবে। পরিকল্পনায় থাকবে- অভিভাবদের সঙ্গে কে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব নেবে ? পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নকালে অভিভাবকদের মতামত নেয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

পরিকল্পনা করুন কিভাবে পরিবর্তনের পথে বিরোধিতা মোকাবেলা করবেন। থাইল্যান্ডের 'এম' স্কুলটিতে প্রধান শিক্ষক কি করেছিলেন তা মনে আছে তো ? তিনি পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের প্রচুর সময় দিয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন ধীরে ধীরে যাতে শিক্ষকরা নতুন ধারার সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থা খুব দ্রুত আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কেউ তা পারেনি। অধিকাংশ অভিভাবকই স্কুলকে একীভূত করাকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর এই সহ-অবস্থানে। বিরোধীতাকারীরা চায়নি যে স্কুলটি 'প্রতিবন্ধীদের স্কুল' বা 'বিশেষ শিক্ষার স্কুল' হিসেবে চিহ্নিত হোক। এক্ষেত্রে স্কুলটি সুর্নিদিষ্টভাবে কতজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে তার একটি অনুপাত ঠিক করে দেয়ায় সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল। আপনি ১.১-এর শেষে দেয়া একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ আর তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার করুন।

ধাপ-৬ : আপনার পরিকল্পনা মূল্যায়ন এবং সাফল্য উদযাপন করুন

অগ্রগতি মনিটর করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা পরিমার্জন করুন। স্কুলের পুরো শিক্ষাবর্ষে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ গঠন টিম-কে রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করুন। ফলোআপ সভার জন্য একটি কর্মসূচি তৈরী করুন। কিভাবে ও কে মনিটর করবে তা নির্ধারণ করুন। চলমান কার্যক্রম কিভাবে চলছে তা পর্যবেক্ষণ করুন; বর্তমান সহযোগিতা পর্যাপ্ত কিনা বা আরো উন্নত করতে হবে কিনা কিংবা প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নিন।

আপনার সফলতা উদযাপন করুন। শিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষত যেখানে মানব ও উপকরণ সম্পদকে কাজে লাগানো হয়েছে তাতে যদি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় তবে সবাই মিলে এ সাফল্য উদযাপন করুন। এ কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপেই আপনি সমাজকে সম্পৃক্ত করেছিলেন । তাই সাফল্য উদযাপন করতে সমাজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্কুলে কোন একটি মেলা, উৎসব বা 'ওপেন স্কুল ডে' বা স্কুলের বিশেষ দিন আয়োজন করে তাতে আমন্ত্রণ জানান। 'স্কুলের বিশেষ দিন উদযাপন অনুষ্ঠানে সমাজের সদস্য ছাড়াও অভিভাবক, কর্মকর্তা কর্মচারীরাও আমন্ত্রণ পেতে পারেন ।

অনুষ্ঠানে সব শিক্ষার্থীদের ভাল কোন শিখন কাজের নমুনাসহ ব্যবহৃত নতুন ধরনের শিক্ষণ উপকরণ প্রদর্শিত হতে পাওে; এছাড়াও শিক্ষকরা তাদের আহরিত নতুন শিক্ষণ ও শিক্ষণ-যাচাই কৌশল উপস্থাপন করতে পারেন এবং শিক্ষাথীরা তাদের শেখা নতুন নতুন জিনিস আগত দর্শনার্থীদের শোনাতে বা দেখাতে পারেন।

কিভাবে অগ্রগতি মনিটর করা সম্ভব ?

আমরা কি পার্থক্য সূচনা করেছি? আমাদের স্কুল বা শ্রেণীকক্ষ কি সত্যিই ধীরে ধীরে একীভূত ও শিখন বান্ধবে পরিণত হচ্ছে? এক্ষেত্রে আপনাকে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে :

১। আমরা যে ভাবে নির্ধারণ করেছি সে অনুযায়ী কি আমরা একীভূত ও শিখন বান্ধব হতে পেরেছি ? যা করেছি তা আমরা আরো কি ভাবে উন্নত করতে পারি ?

২। শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি?

আপনি একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর প্রক্রিয়া (# ১) এবং ফলাফল (# ২) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ভাবেই মূল্যায়ন করতে পারেন। আপনি এবং স্কুলের অন্যান্য ব্যক্তি মিলে এই মূল্যায়ন করতে পারেন এবং মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আপনি নিয়ে আসতে পারেন। অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন ছাড়াও নিয়মিত ভাবে বাইরের কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্কুলে আমন্ত্রণ করে মূল্যায়ন করলে মূল্যায়ন ভাল হবে। বর্হিমূল্যায়নকারীর এ ধরনের মূল্যায়ন হতে পারে স্কুল এক্রেডিটেশন ভিজিট' এর একটি অংশ অথবা বাইরের কারোর চোখে স্কুলের পরিবেশ দেখা। থাইল্যান্ডের 'এম' স্কুলে বার্ষিক 'বিশেষ দিনে' অভিভাবকরা স্কুলের প্রচলিত সুযোগ সুবিধে, কাজের ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান সম্পর্কে তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রশ্নপত্র পূরণ করে থাকেন। এর মাধ্যমে কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের উন্নতির জন্য ভাল ভাল ধারণা পান। মনে রাখবেন শিক্ষার্থীরাও ভাল মনিটর ও পর্যবেক্ষণকারী। তাই তাদের মতামত নিতেও ভুলবেন না।

এই বুকলেটের শুরুতে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের যে স্ব-নির্ধারণী চেকলিস্ট দেয়া হয়েছে সেটিও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে (স্কুলের এক বা একাধিক বছর কিংবা একদশক ব্যাপী বা তারচে বেশী সময় লাগলেও) স্কুলের অগ্রগতি কার্যকর ভাবে মনিটর করার একটি টুল হতে পারে।

এই চেকলিস্টটি ছাড়াও, স্কুলটি সঠিক ভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে এগোচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পাঁচটি কৌশল রয়েছে। যা নিচে বলা হল :

১। **ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করুন এবং রেকর্ড রাখুন:** আপনি ও আপনার সহকর্মী শিক্ষক একটি একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশ অর্জনে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তা ডায়েরিটিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রতিমাসে নিয়মিত ভাবে লিখে রাখতে পারেন । এই রের্কডের মধ্যে থাকবে বিভিন্ন কাজ, স্কুলে ও সমাজে এ সংক্রান্ত মিটিং এর বিবরনী। ক্লাসের মনিটর বা অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও প্রতি মাসে কি কি কাজ হয়েছে তার একটা ছোট ডায়েরী রাখতে পারে এবং এ বিষয়ে শিক্ষক ও স্কুলের অন্যান্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারে। সম্ভব হলে, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা অভিভাবকগন স্কুলে নিয়মিত পরির্দশনে এসে এ সংক্রান্ত বিষয় নিজেদের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারেন ।

২। **অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলুন:** একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশীরভাগ কাজই করা হয় অনানুষ্ঠানিক ভাবে। কিন্তু কখনো কখনো অনেক বিষয়ে ধারণা পেতে আপনাকে একটা বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করতে হতে পারে। যেমন আপনি অনেকগুলো প্রশ্নের একটি তালিকা করে তার উত্তর সমূহ লিখে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ ভাবে কথা বলুন। খেয়াল রাখবেন, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ মতামত পক্ষপাতিত্বহীন ও আন্তরিক ভাবে প্রদান করেন।

৩. **নিবন্ধ রচনা / লেখার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই :** আপনি ও আপনার সহর্কমী শিক্ষকরা স্কুলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আগত শিক্ষাথীদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? আপনি অন্যান্য শিক্ষকদের তারা যা জানেন সে বিষয় একটি প্রতিবেদন লিখতে অনুরোধ জানাতে পারেন এবং আরো যা জানতে চান বা মনে যে সব প্রশ্ন রয়েছে তার একটি তালিকা করতে বলুন। শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষার্থীরাও এই অনুশীলনটি করতে পারে ।

৪। **পর্যবেক্ষণ :** কাকে এবং কি কি আমরা পর্যবেক্ষণ করি? প্রধান শিক্ষকের উচিত সার্বিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষের শিখন র্কাযক্রম পর্যবেক্ষণ করা। (প্রধান শিক্ষক কতবার শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষকের সঙ্গে তার কি বিষয় আলোচনা হয় তার একটি রেকর্ড রাখুন।) দলগত শিক্ষণের অংশ হিসেবে জুটিতে পর্যবেক্ষণ সমান কার্যকর। এক ক্লাসের শিক্ষক অন্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এধরনের পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রসূত মতামত সমূহের রেকর্ড রাখুন। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে দলে আলোচন করুন।

আপনার স্কুল ঘর বা দালানের দিকে তাকান, এর আশেপাশেও দেখুন। আপনার একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর কার্যক্রমের কোন প্রভাব কি স্কুলের চেহারায় পড়েছে? এটা কি সবধরনের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত? ছেলে ও মেয়েদের টয়লেট কি আলাদা জায়গায় ? ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য কি খেলার মাঠে খেলাধুলার সমান সুযোগ রয়েছে ?

শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে কোন পরিবর্তন এলো কিনা তা লক্ষ করুন । আগে যা করত না, এখন কি তারা একে অপরকে যে কোন কাজে সাহায্য করে ?

৫। **প্রমান উপস্থাপন (ডকুমেন্ট) :** স্কুলের বিভিন্ন দলিল /ডকুমেন্ট যেমন নিউজলেটার, অভিভাবকের কাছে লেখা চিঠি, অগ্রগতি রিপোর্ট, পাঠ পরিচালনা , পাঠক্রম ইত্যাদি পরীক্ষা করুন। অভিভাবক বা সমাজের সকলের কাছে পাঠানো এসব লিখিত দলিলে আপনার স্কুল যে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে তার প্রতিফলন আছে কি ? শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু কি আপনার স্কুলের একীভূত ও শিখন বান্ধব পরিবেশকে প্রতিফলিত করছে ?

টুল ১.৪

আমরা কি শিখেছি ?

আপনারা এই বইটির শেষপ্রান্তে এসে পড়েছেন। কিন্তু এখনো আরেকটি কাজ বাকি। আসুন দেখি, আমরা একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে কি শিখলাম । আমরা কি এখন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব?

১. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ কি ? ব্যাখ্যা করুন এবং বর্ণনা করুন একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সম্পন্ন শ্রেণীকক্ষ কেমন হবে (যেমন বসার ব্যবস্থা, শিখন উপকরণ ও পারস্পরিক সর্ম্পক কেমন হবে ইত্যাদি)।

২. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের 'পাঁচটি' বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৩. শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য সদস্য প্রত্যেকে কিভাবে একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উপকৃত হতে পারে? (প্রত্যেক দলের জন্য ২টি উপকারিতার কথা লিপিবদ্ধ করুন)।

৪. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হওয়ার পথে এদের কেউ কেউ বিরোধিতা করতে পারে। কেন? ব্যাখ্যা করুন।

৫. স্কুলে পরিবর্তন আনতে ও তা বজায় রাখতে কিছু গুরুত্বপূর্ন ধাপ এর কথা লিখুন। আপনার স্কুলে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীতে বর্তমানে চালু বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বর্ণনা করুন।

৬. একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনায় প্রধান পাঁচটি ধাপ কি কি ? পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আপনার স্কুল এখন কোন ধাপে রয়েছে। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরীর জন্য আপনি ইতোমধ্যে কি করেছেন ? যেহেতু এটি একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, আপনার বর্তমানে কি কি প্রয়োজন এবং আপনি কি করতে চান ?

একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে উত্তরণ সহজ কাজ নয়। তবে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে এটাই একমাত্র পথ । তাই এর জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম, অঙ্গীকার এবং নতুন জিনিস শেখার জন্য খোলা মন। একটি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশের ফলে সব শিক্ষার্থীর শেখার

সুযোগ তৈরী হয়। এছাড়া স্কুল বর্হিভূত শিক্ষাথীরা যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন তাদের কাছ থেকে স্কুলের বর্তমান শিক্ষার্থীরা নানা জিনিস শিখতে পারে । আবার স্কুল বহির্ভূত শিক্ষার্থীরা স্কুলে এসে একটি আনন্দদায়ক শিখন পরিবেশ পায়।

এই বুকলেটে আপনার স্কুল কি উপায়ে একীভূত ও শিখন বান্ধব হিসেবে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে এবং কি উপায়ে আরও একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশে পরিণত হতে পারে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। **আপনি এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন -আগামীকাল আমি স্কুল /শ্রেণীকক্ষে কি পরির্বতন নিয়ে আসব? এ বিষয়ে অন্তত: তিনটি ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং তা আপনি সহকর্মীদের লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করুন ও তা নিয়ে আলোচনা করুন। দুই বা তিন সপ্তাহ পর আপনি দেখুন কতটুকু অগ্রগতি হল।**

আপনি কি ভাবে আরো জানবেন ?

নিচের প্রকাশনাসমূহ এবং ওয়েবসাইট থেকে আপনি একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সংক্রান্ত মূল্যবান নানা তথ্য ও ধারণা পেতে পারেন।

প্রকাশনা:

Booth T, Ainscow M, Black-Hawkins K, Vaughan M and Shaw L.(2000). Index for inclusion: Developing Learning and participation in Schools; Bristol: Center for Studies on Inclusive Education

Dutcher N. (2001) Expanding Educational Opportunity in Linguistically Diverse Societies. Center for applied Linguistics:Washington, DC.

Pijl SJ, Meijer CJW, and Hegarty S.(Eds.) (1997)Inclusive Education:A Global Agenda. London: Routledge.

Slavin RE, Madden NA, Dolan LJ and Wasik BA.(1996) Every Child, Every School: Success for All. Newbury Park,California: Corwin.

UNESCO(2001) Open File on Inclusive Education: Support Materials for Managers and Administrators. Paris.

UNESCO(1993) Teacher Education Resource pack: Special Needs in the Classroom. Paris.
UNESCO(2000) One School for All Children. EFA 2000 Bulletin. Paris.

United Nations :Convention on the Rights of the Child. 1989

United Nations : Convention on the Rights of the Child. Adopted opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

ওয়েবসাইট:

Centre for studies on Inclusive Education (CSIE).
http:/ / www.inclusion.uwe.ac.uk

Enabling Education Network (EENET).
http;/ / www.eenet.org.uk

International Labour Organization.
http:// www.ilo.org